প্রাক্‌কথন

১৯৬৯ সালে 'কবি ও কবিতা' পত্রিকায় তাঁর কবিতা লেখার শুরু। সেই থেকে অবিরল কবিতা লিখে গেছেন অজস্র পত্র-পত্রিকায়। ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ অবধি বাংলা কাব্যচর্চার ইতিহাসে অজস্র কবিতা লেখার জন্য নয় কেবল, প্রকরণগত দিক থেকেও তিনি ছিলেন তুলনারহিত। এবং পরবর্তীকালে তিনি আরও পরিণত এক মনীষাদগ্ধ কবি।

বীতশোক ভট্টাচার্যর আবির্ভাব কালখণ্ডটুকু কবিতার ইতিহাসে সামান্য হলেও নতুন। আবহমান বাংলা কবিতার ধারা থেকে এই সময়টিকে ভিন্নভাবে চিহ্নিত করা যায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নারকীয় পরিবেশ তখন নিকট অতীত। দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, ভারত-চিন যুদ্ধ, বেকারি, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠন প্রভৃতি রাজনৈতিক ঘটনা লেখক-কবি-শিল্পীদের রচনায় অস্থির ছায়া মেলে দাঁড়িয়েছে। এঁদের রচনার বিকাশের পটভূমিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ভারত সরকারের জরুরী অবস্থা ঘোষণা, নকশাল্‌বাড়ি আন্দোলনও অত্যন্ত তুমুলভাবে দেখা দিল। সেই সময়ে যে কবিরা কবিতা লিখছেন, তাঁদের অনেকেই তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। এই প্রেক্ষিতে পাঁচ ধরনের লিখন দেখা গেল। ১) প্রথাসিদ্ধ রোমান্টিক এবং প্রতীচর্চা। ২) উচ্চকিত স্বরে বাস্তবতা ও তার পরিবর্তনের দাবী। ৩) শুদ্ধ কবিতা চর্চা। ৪) য়ুরোপের বিভিন্ন শিল্প আন্দোলনের অনুকরণে বাংলায় এক্সপ্রেস্‌নিজম, সাররিআলিজম, বিট-হাংরি ইত্যাদির লিখন চর্চা। ৫) পরিবর্তনের ভেতর অপরিবর্তনীয় বাংলা ও বাঙালিকে খুঁজতে দেশ ও কালের গভীরে চলে যাওয়া।

আলোচ্য গবেষণায় কবি বীতশোক ভট্টাচার্য মূলত পঞ্চম ধারাটির শরিক। এবং এই ধারাটির ভেতর যেমন ভারতীয় ঐতিহ্য প্রগাঢ়তায় প্রোথিত তেমনি য়ুরোপ - আমেরিকার কবিদের নতুন প্রকরণও সাদরে গৃহীত। সেই সঙ্গে কবিতায় গ্রথিত আপতিক শব্দ বা বাক্যগুলি বিশ্লেষিত হলে প্রকাশিত হয়ে ওঠে দেশ-কালের অস্থির চেহারা। এবং অস্থিরতার ভেতর থেকে আলোর অধিক এক ঋতআলোয় উদ্ভাষিত হয়ে ওঠা। একে আমরা বলতে পারি হিউম্যান সারভাইভ্যালের নিরাসক্ত আশ্বাস। বলাবাহুল্য, বীতশোক ভট্টাচার্যর কবিতায় এই আশ্বাস

তুমুল, সমকালীন অন্যান্য কবিদের তুলনায়।

বীতশোক ভট্টাচার্যর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলী নির্দিষ্ট অর্থের সীমানাকে অনায়াসে পরিত্যাগ করে বহু অর্থে বিশ্বাস স্থাপনে আগ্রহশীল। প্রকরণের আপাত জটিলতা একটি ভ্রম। ভেতরে ঢোকার অপেক্ষামাত্র। এ জন্যই তাঁর কবিতা বিভিন্নভাবে আলোচিত হওয়ার দাবি রাখে। এ আলোচনার ফসল : নৈর্ব্যক্তিকতা থেকে ব্যক্তি মানুষ, দেশ ছাড়িয়ে পৃথিবী, সমকাল থেকে অতীত, বর্তমান ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের দিকে চলে যাওয়া। এবং বারে বারে ফিরে ফিরে আসা। তাই তাঁর কবিতায় চিত্রকল্পের তুলনায় মন্তাজ তুমুল, প্রথাগত ছন্দ থেকেও মানুষের মুখের ভাষায় উত্তরিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

তাঁকে নিয়ে প্রথম গবেষণা করেন কবি-শিক্ষক শ্রী নিতাই জানা। কিন্তু সে আলোচনা ছিল পোস্টমডার্নিজমকে ঘিরে। সঙ্গে অন্যান্য সমকালীন কবিদের কবিতাও ছিল। কিন্তু বর্তমান সন্দর্ভ কেবল বীতশোক ভট্টাচার্যর একক কবিতাবলী নিয়ে, তাঁর সমগ্রতাকে তুলে ধরার প্রয়াস। জানি না কতটুকু পেরেছি।

বীতশোক ভট্টাচার্য তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকায় জানিয়েছেন, ভূমির সঙ্গে ভূমিকার যোগ থাকে। তাঁকে স্মরণ রেখে বলা যায়, তাঁর কবিতা কখনোই রোমান্টিক বা প্রতীকের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়নি, বিদেশি কাব্য আন্দোলনকে নিয়তির মতো গ্রাস করে নতুন এক কাব্যভাষা তথা নান্দনিকতায় উপনীত; যেখানে বিশুদ্ধতার সঙ্গে অশুদ্ধতার তুমুল দ্বন্দ্ব আর উচ্চকিত স্লোগান এড়িয়ে মিত কথনে যুক্তিশীল নির্জন। আপাত কর্কশতাকে এড়িয়ে সজীব কোমল। ইদং প্রত্যয়ের পথ ধরে ছুঁতে চায় শূণ্যতার নন্দন।